আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস

২৮ সেপ্টেম্বর ২০২০

তথ্য কমিশন

বিশেষ ক্রোড়পত্র সোমবার ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২০

অঙ্গসজ্জা : চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর (ডিএফপি) ◆ তথ্য মন্ত্রণালয়

بسم الله الرحمن الرحيم

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

বাণী

বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও 'আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস, ২০২০' পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ বছর আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবসের প্রতিপাদ্য 'তথ্য অধিকার সংকটে হাতিয়ার' যা বর্তমান প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

তথ্য প্রাপ্তি ও জানা মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার। তথ্য মানুষকে সচেতন করে এবং সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে। তথ্যের অবাধ প্রবাহ ও দেশের জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিতের জন্যই প্রণীত হয়েছে 'তথ্য অধিকার আইন ২০০৯'। এ আইন আবশ্যিকভাবে তথ্য প্রাপ্তিতে জনগণকে দিয়েছে আইনি ভিত্তি। এর ফলে সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ এবং সরকারি ও বিদেশী অর্থায়নে সৃষ্ট বা পরিচালিত বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের স্বচ্ছতা, জবাবদিহির পাশাপাশি দুর্নীতিমুক্ত পরিবেশে দায়িত্ব পালন ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথ রচিত হয়েছে।

এ বছর আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস এমন একটি সময়ে উদযাপিত হচ্ছে যখন কোভিড-১৯ ভাইরাস সংক্রমণে বাংলাদেশসহ পুরো বিশ্ব বিপর্যস্ত। এই ক্রান্তিকালে তথ্যের অবাধ, সঠিক ও সময়োচিত প্রকাশ একদিকে যেমন জনগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করবে; অন্যদিকে কর্তৃপক্ষের সুশাসন নিশ্চিত হবে, জনগণ ও রাষ্ট্রের মধ্যে আস্থার সম্পর্ক সমুন্নত থাকবে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেছিলেন। মুজিববর্ষে বঙ্গবন্ধুর সেই স্বপ্ন পূরণের জন্য আমি সকলকে ধৈর্য ও সাহসের সাথে সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে সংকট মোকাবিলায় এগিয়ে আসার জন্য উদাত্ত আহবান জানাচ্ছি।

তথ্য অধিকার আইনের সুফল জনগণের দোরগোড়ায় পৌছে দিতে তথ্য কমিশন নিরলস কাজ করে যাচ্ছে এবং জনগণের তথ্য প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বিরাজমান বাধাসমূহ দূর করতেও অব্যাহত প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। তথ্য কমিশনের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ জনগণকে তথ্য জানার অধিকার সম্পর্কে আরও সচেতন করবে - এ প্রত্যাশা করি।

আমি 'আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস, ২০২০' উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সফলতা কামনা করি।

জয় বাংলা।
খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

মন্ত্রী
তথ্য মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

দেশে অবাধ তথ্য প্রবাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ২৮ সেপ্টেম্বর 'আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস, ২০২০'। 'তথ্য অধিকার সংকটে হাতিয়ার'- প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে সমগ্র দেশব্যাপী 'আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস, ২০২০' পালিত হতে যাচ্ছে। তথ্য কমিশন এ দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও নানামুখী উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। আমি তথ্য কমিশনের এ উদ্যোগকে স্বাগত জানাই।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ত্রিশ লক্ষ শহীদের রক্তের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি স্বাধীন বাংলাদেশ। এদেশকে জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার অন্যতম পদক্ষেপ হিসেবে জনগণের ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার মহান লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার সরকার ২০০৯ সালে তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন করে। এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত তথ্য কমিশন তথ্য অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধিকল্পে এবং দুর্নীতি রোধে কাজ করে চলেছে। 'তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯' আজ সুশাসন প্রতিষ্ঠার একটি অনন্য হাতিয়ার।

তথ্য প্রাপ্তির চাহিদা প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। তথ্য প্রাপ্তির আবেদন সংখ্যা বৃদ্ধি প্রতিষ্ঠানসমূহের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতার সাথে কাজ করার প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করছে। এই প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখতে আইনটির ব্যাপক প্রচার, প্রসার ও বাস্তবায়নে গণমাধ্যমকে অগ্রণী ভূমিকা পালনে আহ্বান জানাই।

বাংলাদেশসহ বর্তমান বিশ্ব আজ একটি বিশেষ পরিস্থিতির মুখোমুখি। কোভিড-১৯ ভাইরাসে আজ পুরো বিশ্ব আক্রান্ত। এক দেশ থেকে আরেক দেশ এবং পর্যায়ক্রমিকভাবে এটি বৈশ্বিক মহামারীর আকার ধারণ করেছে। বিশ্বব্যাপী লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রাণহানি ঘটছে। বাংলাদেশেও এ ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। কোভিড-১৯ মহামারী থেকে মুক্তির জন্য সঠিক তথ্যের প্রচার ও প্রকাশ করা এবং স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা প্রয়োজন। সঠিক তথ্য প্রকাশ একদিকে যেমন জনগণের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধি করবে, তেমনি তথ্যের সঠিক ব্যবহার জাতিকে এই মহামারী থেকে মুক্তি দিতে সহায়ক হবে।

মুজিববর্ষে তথ্য অধিকার দিবস উদ্‌যাপন তথ্য অধিকার নিশ্চিতকল্পে একটি বিশেষ মাত্রা যোগ করবে। দিবসটি উদ্‌যাপন নিঃসন্দেহে এ সংকটকালীন পরিস্থিতিতে তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত করবে এবং তথ্যের সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে বলে আমার বিশ্বাস।

আমি 'আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস, ২০২০' উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচির সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

ড. হাছান মাহ্‌মুদ, এমপি

প্রধান তথ্য কমিশনার
তথ্য কমিশন

বাণী

২৮ সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস। এবারও বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত আমরা দিবসটি পালন করছি। এবার এ সময়ে সারাবিশ্ব করোনা ভাইরাস মহামারিতে আক্রান্ত। তাই ইউনেস্কো এবারের প্রতিপাদ্য ঘোষণা করেছে-'Access to information in times of crisis' আর আমাদের প্রতিপাদ্য-'তথ্য অধিকার সংকটে হাতিয়ার।' সংকট উত্তরণে এটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ও সময়োপযোগী। অজানা ভাইরাস সংকট মোকাবেলায় মানুষের সঠিক তথ্যে সময়োচিত প্রবেশাধিকার নিশ্চিতকরণের বিকল্প কি হতে পারে? ব্যাপক জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধিতে, স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার মানসিকতা তৈরি বা অভ্যাস গড়ে তুলতে, কর্তৃপক্ষের গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ যথা- স্বাস্থ্য, চিকিৎসা ও অন্যান্য আর্থ-সামাজিক কার্যক্রম, প্রণোদনা ও সুবিধাদির তথ্য জনগণের জন্য অবারিত ও নিশ্চিতকরণ তথা অবাধ তথ্য প্রবাহ সমুন্নত রাখা অত্যাবশ্যক। এ সকল বিষয়কে সামনে রেখেই এবার সারাদেশে কেন্দ্র থেকে উপজেলায় গৃহীত হয়েছে নানান কর্মসূচি। উল্লেখ করা যেতে পারে, এবারই প্রথমবারের মত উপজেলা পর্যায়েও (ইউনিয়ন ও পৌর ডিজিটাল সেন্টারগুলোকে সাথে নিয়ে) পালিত হচ্ছে দিবসটি, গৃহীত হয়েছে পৃথক পৃথক কর্মসূচি।

করোনা সংকট মোকাবেলায় অবাধ তথ্য প্রবাহ রচনার মাধ্যমে জনগণকে সম্পৃক্ত ও সচেতন করার লক্ষ্যে শুরু থেকেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সম্মুখ যোদ্ধাদের নিয়ে স্বয়ং সারাদেশে নিয়মিত ভিডিও কনফারেন্সে যুক্ত হয়ে মানুষের জীবন রক্ষা ও নিরাপদ রাখতে একদিকে যেমন জনগণকে স্বাস্থ্য সচেতন করার প্রয়াস নিয়েছেন, সামাজিক ও অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারে নানা কর্মসূচি গ্রহণ ও প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করেছেন, বাস্তবায়নের দিক নির্দেশনা দিয়েছেন অন্যদিকে সকল কর্তৃপক্ষকে জনগণের প্রতি দায়িত্বশীল রাখতে সচেষ্ট হয়েছেন যা দেশে-বিদেশে সমাদৃত হয়েছে।

করোনা সংকটে মানুষের জীবন রক্ষায়, করোনার ছোবল হতে মানুষের জীবন নিরাপদ রাখতে ব্যাপক জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলায় উদ্বুদ্ধকরণে, জনগণের স্বাস্থ্যসহ অন্যান্য আর্থ-সামাজিক বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ বা বাস্তবায়নে জনগণের তথ্যে প্রবেশাধিকারের ভূমিকাকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিতে হবে। সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষের উচিত হবে সংকট উত্তরণে সঠিক চিকিৎসা গ্রহণ ও প্রদানে, নমুনা পরীক্ষায়, চিকিৎসা সামগ্রী সরবরাহ ও ব্যবহারে, আর্থ-সামাজিক বেষ্টনী রচনায়, প্রণোদনার সুবিধা প্রাপ্তিতে সঠিক, সময়োচিত ও স্বেচ্ছাপ্রণোদিতভাবে তথ্য প্রদান নিশ্চিত করা ও তা অব্যাহত রাখা। জনগণের এ সকল তথ্যে প্রবেশাধিকারের বিষয়টিকে সংকট উত্তরণের হাতিয়ার হিসাবে গণ্য করতে হবে। মনে রাখতে হবে মানুষের স্বাস্থ্যসহ সকল মৌলিক অধিকার নিশ্চিতকরণের পূর্বশর্ত তথ্যে তাদের প্রবেশাধিকার। তাই সঠিক ও সময়োচিত তথ্য প্রদান এ করোনা সংকটে মানুষের জীবন ও স্বাস্থ্য নিরাপদ রাখবে, কর্তৃপক্ষের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, দায়িত্বশীলতা নিশ্চিত করবে অন্যকথায় সুশাসন নিশ্চিত হবে, সরকার ও জনগণের আস্থার সম্পর্ক সমুন্নত রাখবে, সংকট উত্তরণ ত্বরান্বিত হবে। আমাদের স্লোগান হবে-'সংকটকালে তথ্য পেলে, জনগণের মুক্তি মেলে।'

মরতুজা আহমদ

তথ্য অধিকার সংকটে হাতিয়ার

সুরাইয়া বেগম *এনডিসি*, তথ্য কমিশনার, তথ্য কমিশন

আজ ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২০ আর্ন্তজাতিক তথ্য অধিকার দিবস। সারা বিশ্বে অবাধ তথ্য প্রবাহ এবং তথ্যে সার্বজনীন প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করার জন্য পালিত হয়ে আসছে এ দিবসটি। এ বছরে ইতিহাসের এক শ্বাসরুদ্ধকর ৯ মাস পার করছে বিশ্ববাসী। করোনা ভাইরাস থামিয়ে দিয়েছে স্বাভাবিক জীবন। বৈশ্বিক মহামারির বহুমাত্রিক হুমকির বিরুদ্ধে বিশ্ববাসী বেঁচে থাকার জন্য লড়াই করছে। করোনা ভাইরাসের আশু এবং সুদূরপ্রসারী মারাত্মক প্রভাব একাধিক সংকটকে একযোগে এক নজীরবিহীন মাত্রায় প্রকাশ করেছে। বর্তমান প্রেক্ষিত বিবেচনায় ইউনেসকো এ বছরের দিবসটির প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করেছে Access to Information in times of crisis এবং তথ্য কমিশন কর্তৃক সময়োপযোগী প্রতিপাদ্য "তথ্য অধিকার সংকটে হাতিয়ার" নির্ধারণ করা হয়েছে।

Wikipidia তে Crisis কে বর্ণনা করা হয়েছে A crisis is an event that is going to lead to an unstable and dangerous situation affecting an indivisual, a group, community or whole of society.অন্য কথায় বলা হয়েছে- A crisis is difficult or dangerous time in which a solution is needed quickly.

তথ্য অধিকার আইনের প্রেক্ষাপট:

বর্তমানে তথ্য অধিকার জনগণের একটি মৌলিক মানবাধিকার হিসেবে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত। ১৭৬৬ সালের পূর্বে সরকারের কর্মকাণ্ডের উপরে জন অধিকারের বিষয়টি পুরোপুরি উপেক্ষিত ছিল। প্রথমে সুইডেনে জনগণের তথ্যের অধিকারের বিষয়ে আইনের ভিত রচিত হয়। কিন্তু জনগণের অসচেতনতা এবং সরকারসমূহের অনীহার কারণে এই ধরনের আইনের প্রচলন অন্যান্য দেশে বিস্তার লাভ করেনি। ১৫০ বছর পর কলম্বিয়া একই ধরনের আইন প্রচলন করে তথ্য অধিকার সংক্রান্ত মানবাধিকারের স্বীকৃতি দেয়। বর্তমানে ১২৭ টি দেশ তথ্য অধিকার সংক্রান্ত আইন বা নীতিমালা প্রণয়ন করেছে।

জনগণের তথ্য অধিকারের বিষয়টি আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত হয় সংকট সময় উত্তরণের অভিপ্রায় থেকেই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিভীষিকাময় সংকটের পর একটি নিরাপদ বিশ্ব গড়ে তোলার প্রত্যাশায় ১০ ডিসেম্বর ১৯৪৮ সালে জাতিসংঘ ইউনিভার্সেল ডিক্লারেশন অব হিউম্যান রাইটস বা সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা করে। এই ঘোষণাপত্রের ১৯ অনুচ্ছেদে তথ্য অধিকার বিষয়ক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

এদেশের ইতিহাস থেকে দেখা যায়, তথ্য অধিকার জনগণের ক্ষমতায়নের মাধ্যম হওয়ায় বৃটিশ এবং পাকিস্তান সরকার ১৯২৩ সালের Secret Act-এর আবরণে জনগণকে সরকারি কাজের জবাবদিহিতার বাইরে রাখে। বাংলাদেশের জন্মও হয়েছে এক অর্থে এই প্রবঞ্চনা বা জবাবদিহিতার অভাব থেকেই। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ৯ মাসের মধ্যেই গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে জনগণকে সকল ক্ষমতার মালিক হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। মানুষের মৌলিক প্রয়োজন অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসা পূরণ করার অঙ্গীকারের পাশাপাশি সংবিধানের ৩৯ অনুচ্ছেদে চিন্তা, বিবেক ও বাকস্বাধীনতাকে নাগরিকের অন্যতম মৌলিক মানবাধিকার হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করে যাতে জাতিসংঘের সার্বজনীন মানবাধিকার সংক্রান্ত সিদ্ধান্তও প্রতিফলিত হয়।

নব্বই দশক থেকে সারাবিশ্বে আইসিটির ব্যবহারে সরকারি কাজে স্বচ্ছতা আসতে শুরু করে যার ছোঁয়া লাগতে থাকে বাংলাদেশেও। এদেশের জনগণ, বিভিন্ন এনজিও ও মানবাধিকার কর্মী যেমন দাবী তুলেছে তথ্য অধিকারের তেমনই রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও জবাবদিহিতামূলক শাসন ব্যবস্থার অঙ্গীকার নিয়ে ২০০৮ সালে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' তথা স্বচ্ছ, জবাবদিহিতামূলক 'Vision 2021' ঘোষণা করেন। ফলশ্রুতিতে ২০০৯ সালে তথ্য অধিকার আইন পাশ করে জনগণকে ক্ষমতায়নের পথ উন্মুক্ত করা হয়। তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠা করে রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থায় জনগণকে সম্পৃক্তকরণ, রাষ্ট্রীয় অর্থ সম্পদ ব্যবহার সম্পর্কে জনগণকে অবহিতকরণ এবং উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার ব্যবস্থা নেয়া হয়।

তথ্য কমিশনের কার্যক্রম :

বিগত ১০ বছরে তথ্য কমিশন কর্তৃক দেশের ৬৪ টি জেলা এবং ৪৭৮ টি উপজেলায় তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে এবং জনসাধারণকে এই আইনের আওতায় ক্ষমতায়নের জন্য ৪৯৭টি জনঅবহিতকরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সরকারি কর্মকর্তা / এনজিওকর্মী এখন প্রায় সকলেই এই আইনের আওতায় তাদের জবাবদিহিতা সম্পর্কে অবহিত। তবে গ্রামীণ বা সমাজের প্রান্তিক স্তরে যারা অবস্থান করছেন, তথ্য যাদের জীবনমান উন্নয়নে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় অনুসংগ তাদের কাছে তথ্য কমিশন বা সহযোগি এনজিওরা এখনো তেমনভাবে পৌঁছতে সক্ষম হয়নি। তথ্যপ্রাপ্তি সহজীকরণের জন্য Online Tracking System চালু করা হয়েছে। ডিজিটাল সেন্টারের উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণের আওতায় এনে সাধারণ মানুষের কাছে তথ্যসেবা পৌঁছে দেয়ার চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। সংকটের এ বছরে অন্যান্য সকল কার্যক্রমের পাশাপাশি তথ্য অধিকার আইনের মাধ্যমে তথ্য প্রাপ্তির আবেদনের সংখ্যাও অনেক কমেছে। ২০১৯ সালে ৬৪ টি জেলায় তথ্য চেয়ে আবেদনের সংখ্যা ছিল ৬৯৯৫ টি যা ২০২০ সালের আগস্ট মাস পর্যন্ত দাঁড়িয়েছে ১২৮৭ টিতে। তথ্য কমিশনে প্রাপ্ত অভিযোগ সংখ্যা ২০১৯ সালের আগস্ট পর্যন্ত ছিল ৩৫১ টি যা ২০২০ সালের একই সময়ে কমে দাঁড়িয়েছে ১৫৮ টিতে। তবে এই সংকটকালেও জনগণের তথ্য পেতে যাতে অসুবিধা না হয় এজন্য ভার্চুয়াল কোর্ট সংক্রান্ত অধ্যাদেশ জারির পর থেকেই তথ্য কমিশন কর্তৃক ভার্চুয়াল কোর্টের মাধ্যমে তথ্যসেবা প্রদানের জন্য অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হচ্ছে।

বর্তমান করোনা সংকট:

বিশ্ব ইতিহাস বা বাংলাদেশের বিভিন্ন সংকটকালীন অবস্থা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন বন্যা, খরা, জলোচ্ছ্বাস, খাদ্য সংকট, স্বাস্থ্য মহামারী বা যুদ্ধবিগ্রহ যেখানে বেশি ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তার মূল কারণ ছিল মানুষকে সংকট সম্পর্কে অবহিত না রাখা বা জনসচেতনতার অভাব। উদাহরণস্বরূপ বাংলাদেশে ১৯৭০ সালের ঘূর্ণিঝড়ে ৫ লাখেরও বেশি মানুষ মারা যায় বলে ধারণা করা হয়। কারণ ঝড়-জলোচ্ছ্বাসের পূর্বাভাস মানুষকে সঠিকভাবে দেয়া হয়নি। কিন্তু বর্তমানে আবহাওয়া অধিদপ্তর, স্থানীয় প্রশাসনের মাধ্যমে ঝড়-জলোচ্ছাসের পূর্বাভাস জনসচেতনতাসহ প্রয়োজনীয় সহায়তা করার ফলে ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ কমিয়ে আনা হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে মৃত্যুর সংখ্যাও ১০-১৫ জনে নামিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে।

কোভিড-১৯ আমাদের পৃথিবী বদলে দিয়েছে। এটি সারা দুনিয়ার সব মানুষ, কমিউনিটি আর সব জাতিকে এক জায়গায় নিয়ে এসেছে। আবার বিচ্ছিন্নও করেছে পরস্পর থেকে। এ বছরের জানুয়ারি থেকে গত ২৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সারা বিশ্বে ২১৩ টি দেশে ৩,১৭,৮৩,৯৫৮ জন কোভিড-১৯ রোগী শনাক্ত হয়েছে এবং এর মধ্যে মারা গেছেন ৯,৭৫,৪৭২ জন। বাংলাদেশেও আক্রান্তের সংখ্যা ৩,৫২,১৭৮ জন এবং মৃতের সংখ্যা ৫,০০৭ তে দাঁড়িয়েছে। কর্মস্থল বন্ধ হওয়ায় বাংলাদেশসহ বিশ্বের কোটি কোটি মানুষ বেকার হয়েছে। শতকোটি শিশু-কিশোরের শিক্ষা জীবন স্থবির হয়েছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে Crisis এর সুযোগ নিয়ে কিছু ব্যক্তি বা গোষ্ঠী লাভবান হয়েছে বা Corruption এর সুযোগ নিয়েছে।

ইতিহাসবিদ Charles Rosenberg এর মতে, Epidemic বা সংকটের একটি Cycle আছে যাতে তিনটি বাঁক থাকে।

প্রথমত : সংকট অস্বীকার করে অজ্ঞতা বা অর্থনৈতিক ক্ষতির আশংকায়।
দ্বিতীয়ত : সংকটকে স্বীকৃতি দেয় এবং উত্তরণের জন্য নানা পথ খুঁজতে থাকে।
তৃতীয়ত : এক সময় সংকট শেষ হয় সামাজিক প্রতিরোধ বা প্রতিষেধকের মাধ্যমে।

এক্ষেত্রেও আমরা দেখেছি চীনের উহান প্রদেশের কর্তৃপক্ষ প্রথম দিকে তথ্য গোপন করে। সেটি ignorance বা অর্থনৈতিক interest এর কারণেও হতে পারে। তথ্য গোপন করার বা অজ্ঞতার কারণে সারা পৃথিবীর মানবজাতি আজ মহাসংকটে পতিত হয়েছে। বর্তমানে বিশ্ববাসী ২য় ধাপে অবস্থান করছে এবং সংকটকে স্বীকৃতি দিয়ে নানাভাবে সংকট থেকে উত্তরণের পথ খুঁজে বেড়াচ্ছে।

সংকট উত্তরণে তথ্য অধিকার আইন:

করোনা সংকটের প্রভাব বিশ্লেষণ এবং এর থেকে উত্তরণের জন্য প্রতিটি দেশের সরকার বিজ্ঞানসম্মত উপায় বের করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বিশ্বের অত্যন্ত নামকরা নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ Jeffry Sachs কে প্রধান করে জাতিসংঘ কোভিড-১৯ কমিশন গঠন করেছে ৯ জুলাই ২০২০ তারিখে। কমিশন কর্তৃক ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে যে রিপোর্ট প্রদান করা হয়েছে তাতে বর্তমান সংকটকাল উত্তরণে চার ধরনের চ্যালেঞ্জের কথা বলা হয়েছে যা বাংলাদেশসহ সকল দেশের জন্যই প্রযোজ্য।

ক) মহামারিকে মেডিক্যাল সলিউশন বা নন মেডিক্যাল প্রতিরোধ দ্বারা দমন করা।
খ) মানবসমাজের দারিদ্রতা, ক্ষুধা বা মানসিক চাপ হ্রাস করা।
গ) পাবলিক এবং প্রাইভেট সংস্থাসমূহের অর্থনৈতিক পুনর্গঠন করা।
ঘ) SDG Goal এর অনুসরণে কাউকেই পেছনে না ফেলে বিশ্ব অর্থনীতিকে পুনর্গঠন করা।

সংকট উত্তরণে আমাদের দেশের সরকার প্রথম থেকেই মহামারি থেকে জনগণকে বাঁচানো– মৃত্যুহার কমিয়ে আনা এবং ব্যাপক সামাজিক বেষ্টনী রচনা করে। বিশেষ করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশের সকল সম্মুখযোদ্ধাদের সম্পৃক্ত করে নিজে ভিডিও কনফারেন্সে যুক্ত থেকে মতবিনিময় করেছেন, সকল স্তরের জনগণকে স্বাস্থ্য সচেতন করা, সকল কর্তৃপক্ষকে দায়িত্বশীল থাকার নির্দেশনা দিয়েছেন। কর্মহীন হয়ে পড়া দরিদ্র মানুষের সহায়তায় দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। সরকারিভাবে ২৪ ঘন্টা পর পর কোভিড রোগীর সংখ্যা, মৃত্যু, সুস্থতা বা আইসোলেশনে নেয়া. পিপিই বা টেস্টিং কিট এর সরবরাহের ব্যবস্থাসহ সম্পর্কে স্বপ্রণোদিতভাবে মিডিয়াতে প্রকাশ করা হয়েছে। স্বাস্থ্য সেবা পরিস্থিতি, খাদ্য পরিস্থিতি বা অন্যান্য অতি প্রয়োজনীয় তথ্য বা সেবা নিয়ে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছেছে। এছাড়া আর্থিক এবং ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রণোদনা প্রদান করে অর্থনীতিকে সচল রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। সরকারের এ উদ্যোগ বিভিন্নভাবে প্রশংসিত হয়েছে। গার্মেন্টস সেক্টর ইতোমধ্যেই ঘুরে দাঁড়িয়েছে বলে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে যা বিশেষভাবে দরিদ্র মানুষকে সংকট থেকে উত্তরণের নতুন পথ বাতলে দিয়েছে। অর্থনীতিকেও অনেকাংশে সচল রাখতে সহায়তা করেছে। ঢাকা বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক Open Data Campaign, মাদারীপুর জেলা প্রশাসন কর্তৃক 'জেলা প্রশাসন দর্পণ' এবং যশোরে সিংহঝুলি ইউনিয়নের দেয়াল লিখন স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশের প্রশংসনীয় উদ্যোগ।

তথ্য অধিকার আইনের ধারা (৯) (৪) অনুযায়ী তথ্য প্রদান পদ্ধতিতে অনুরোধকৃত কোন ব্যক্তির জীবন-মৃত্যু, গ্রেফতার এবং কারাগার হতে মুক্তি সম্বলিত তথ্য ২৪ ঘন্টার মধ্যে প্রাথমিকভাবে সরবরাহ করার বিধান রয়েছে। ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস বা অন্যকোন প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় অনেক ক্ষেত্রে দ্রুততম সময়ে এমনকি প্রতি ঘন্টায় অর্থাৎ সঠিক তথ্য প্রাপ্তির পরমুহূর্তেই জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করা হয়। বিভিন্ন মিডিয়া এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচুর তথ্য আদান-প্রদান করা হচ্ছে। করোনাকালীন সময়ে প্রতিটি মানুষের জীবন ও কর্ম এর সাথে সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়ায় মানুষ প্রতি মুহূর্তে তথ্যের জন্য মিডিয়ার দিকে নজর রাখছে। মিডিয়া কর্মীরাও অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছে সঠিক তথ্য মানুষের কাছে পৌছানোর। তবে যেহেতু বিষয়টির সাথে মানুষের জীবন-মৃত্যুর সম্পর্ক রয়েছে তথ্যের সঠিকতা ও গুণগত মানের দিকে নজর রাখতে হবে তীক্ষ্মভাবে। সংকটের এবছরে অন্যান্য সকল কার্যক্রমের পাশাপাশি তথ্য অধিকার আইনের মাধ্যমে তথ্য প্রাপ্তির আবেদনের সংখ্যা কমে গেলেও এ বছরে সরকার স্বপ্রণোদিত হয়ে ২৪ ঘন্টার মধ্যে বিভিন্ন তথ্য সরবরাহ করছে, যা মূলত তথ্য অধিকার আইনের ধারা ৯(৪) এরই সফল প্রয়োগ। বিশ্বব্যাংকের ধারণামতে, করোনা পরবর্তী অর্থনীতি পুনর্গঠনে ৫ বছর সময় লেগে যেতে পারে। তবে বাংলাদেশে সরকারি-বেসরকারি, এনজিও এবং মিডিয়াকর্মীদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সঠিক তথ্য প্রদান করে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে যত বেশি জনসম্পৃক্ততা বাড়ানো যাবে অর্থনীতি পুনর্গঠনের সময় ততই কমিয়ে আনা সম্ভব হবে। বিশ্ববাসীও তাদের অভিজ্ঞতালব্ধ তথ্য আদান-প্রদান করে করোনা মহাসংকট থেকে উত্তীর্ণ হয়ে মানবতার বিজয় বয়ে আনবে এই প্রত্যাশা রাখি। ❑

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশেও ২৮ সেপ্টেম্বর 'আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস' পালন করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। বর্তমানে বিশ্বব্যাপী মহামারী কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে ইউনেস্কোর অনুসরণে গৃহীত দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য-'তথ্য অধিকার সংকটে হাতিয়ার (Access to Information in Times of Crisis)' অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

তথ্যের অবাধ প্রবাহের মাধ্যমে এ অজানা ভাইরাস মোকাবেলার জন্য শুরু থেকেই সারা দেশের সম্মুখ যোদ্ধাদের সম্পৃক্ত করে আমি ভিডিও কনফারেন্সে যুক্ত থেকে মতবিনিময় করেছি। বিভিন্ন স্তরের জনগণকে স্বাস্থ্য সচেতন করার, সকল কর্তৃপক্ষকে দায়িত্বশীল রাখার প্রয়াস নিয়েছি। ব্যাপক সামাজিক বেষ্টনী রচনা করে, সর্বক্ষেত্রে প্রণোদনামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সমুন্নত রাখায় ব্রতী হয়েছি।

আমরা জনগণের ক্ষমতায়ন ও সন্তুষ্টির জন্য 'তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯' পাস এবং তথ্য কমিশন গঠন করেছি। ১৯৯৬-২০০১ মেয়াদে আমরাই প্রথম দেশে বেসরকারি স্যাটেলাইট টেলিভিশন চালুর অনুমোদন দেই। বর্তমানে 'বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১' সফলতার সঙ্গে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। তথ্যের অবাধ প্রবাহকে আরও বিস্তৃত করতে আমরা সরকারি টেলিভিশনের পাশাপাশি ৪৫টি বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল, ২৮টি এফএম বেতার কেন্দ্র এবং ৩২টি কমিউনিটি রেডিও সম্প্রচারের অনুমতি দিয়েছি।

আওয়ামী লীগ সরকার নাগরিক সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ৪৬ হাজারেরও বেশি অফিসের তথ্য সম্বলিত বাংলাদেশ জাতীয় তথ্য বাতায়ন চালু করেছে। জেলা শহরগুলোর মধ্যে ৯৯% শহর ব্রডব্যান্ড নেটওয়ার্কের আওতায় এসেছে। এখন ভিডিও কনফারেন্সিং এবং জুম অ্যাপসের মাধ্যমে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করে তথ্য আদান প্রদান করা হচ্ছে। জনগণের তথ্যে অবাধ প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করার প্রয়াসে সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদে ৬৬৮৬ টি ডিজিটাল সেন্টার স্থাপন করেছি। ফলে তথ্যসেবা তৃণমূল পর্যায়ে পৌছানো সম্ভব হয়েছে। আমরা বাংলাদেশকে ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের ও ২০৪১ সালের আগেই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ তথা উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করব, ইনশাআল্লাহ।

আমি আশা করি, তথ্য অধিকার আইনের আওতায় সুবিধাদি ব্যবহারের মাধ্যমে জনগণের ক্ষমতায়ন ও সন্তুষ্টি নিশ্চিত হবে। প্রতিটি দেশ তাদের অভিজ্ঞতালব্ধ তথ্য আদান-প্রদান করে বিশ্বকে করোনা ভাইরাস মুক্ত করবে।

আমি 'আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস ২০২০'- এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

প্রতিমন্ত্রী
তথ্য মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

তথ্য অধিকার সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টি এবং তথ্য অধিকার প্রতিষ্ঠায় জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণ করার লক্ষ্যে সারা দেশে "তথ্য অধিকার সংকটে হাতিয়ার" এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস, ২০২০ পালিত হচ্ছে।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আজীবন সংগ্রাম করেছেন জন মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য। জাতির পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে বঙ্গবন্ধু কন্যা দেশরত্ন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মানুষের সেই অধিকার প্রতিষ্ঠায় সর্বদা সচেষ্ট। জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিতের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে সুসংহত ও দৃঢ়করণের লক্ষ্যে বর্তমান সরকার ২০০৯ সালে তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন এবং তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠা করে। জনগণের জীবন মানের উন্নয়ন করতে সর্বোপরি উন্নত বাংলাদেশ গড়তে তথ্য অধিকার আইনের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা প্রয়োজন। তথ্য কমিশনের কার্যকর পদক্ষেপের ফলে তথ্যে জনগণের প্রবেশাধিকার বৃদ্ধি পাচ্ছে। তথ্য অধিকার আইনের ব্যবহার দেশের জনগণকে একটি নতুন সংস্কৃতি চর্চায় অভ্যস্ত করছে।

টেকসই উন্নয়ন সাধনে বাংলাদেশ সরকার বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এই কার্যক্রমগুলোকে সামনের দিকে এগিয়ে নেয়া এবং উন্নয়ন কার্যক্রমের সুফল প্রতিটি জনগণের দোরগোড়ায় পৌছুতে প্রয়োজন তথ্যের অবাধ প্রবাহ, তথ্য অধিকার নিশ্চিতকরণ, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর সফল বাস্তবায়ন। তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগের মাধ্যমে দেশের কৃষক, কামার, কুমার, জেলে, তাঁতী, ব্যবসায়ী, বেঁদে, বিভিন্ন নৃগোষ্ঠী, হিজড়া, শিক্ষক, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ারসহ সকল শ্রেণী পেশার মানুষ রাষ্ট্রের কার্যক্রম সম্পর্কে জেনে অংশগ্রহণের মাধ্যমে এর সুফল ভোগ করছে। এই আইনের মাধ্যমে জনগণের মাঝে সৃষ্ট সচেতনতা জাতীয় উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করছে। রাষ্ট্র টেকসই উন্নয়নের দিকে ধাবিত হচ্ছে, সৃষ্টি হচ্ছে একটি ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ।

বিশ্ব আজ নভেল করোনা ভাইরাসের সংক্রমনে গভীর সংকটে। এই সংকটকালীন সময়ে এবং হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকী 'মুজিববর্ষে' তথ্য কমিশন কর্তৃক আয়োজিত আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস, ২০২০ এর সফল উদ্‌যাপনের মাধ্যমে জনগণ তথ্য অধিকার সম্পর্কে আরো সচেতন হবে। আমি আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস, ২০২০ এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

ডা. মো. মুরাদ হাসান, এমপি

সচিব
তথ্য মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকী 'মুজিববর্ষে' "আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস ২০২০" উদ্‌যাপনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। এ বছর এ দিবসের প্রতিপাদ্য- "তথ্য অধিকার সংকটে হাতিয়ার"। এ প্রতিপাদ্য তথ্য প্রাপ্তির উৎসাহকে নিঃসন্দেহে ত্বরান্বিত করবে।

তথ্যের অবাধ প্রবাহ এবং জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ প্রণয়নের মাধ্যমে তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠা করেছেন। জনগণের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে তথ্য প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিতকরণ, সরকারি-বেসরকারি সংস্থাসমূহের জবাবদিহিতা বৃদ্ধি তথ্য অধিকার আইনের মুখ্য উদ্দেশ্য। জনগণের জীবনমানের উন্নয়ন করতে সর্বোপরি উন্নত বাংলাদেশ গড়তে তথ্য অধিকার আইনের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা প্রয়োজন। তথ্য কমিশনের কার্যকর পদক্ষেপের ফলে তথ্যে জনগণের প্রবেশাধিকার ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। তথ্য অধিকার আইনের ব্যবহার দেশের জনগণকে একটি নতুন সংস্কৃতি চর্চায় অভ্যস্ত করছে। জনগণের তথ্য প্রাপ্তির স্বাধীনতা নিশ্চয়তায় গৃহীত এই উদ্যোগ দেশে বিদেশে ইতোমধ্যে ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়েছে।

তথ্য অধিকার আইনের ব্যাপক প্রচার, প্রসার ও বাস্তবায়নে তথ্য কমিশনকে তথ্য মন্ত্রণালয় সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করে আসছে। তথ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ বিভিন্ন অধিদপ্তর, দপ্তর বা সংস্থাসমূহ তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে বিভিন্ন সভা, সেমিনার, ওয়ার্কশপ ও কর্মসূচি আয়োজনের মাধ্যমে অবদান রাখছে। তথ্যের অবাধ প্রবাহ বিস্তৃত করতে দেশে বর্তমানে ৩৪টি টেলিভিশন চ্যানেল, ২২টি এফএম রেডিও স্টেশন এবং ১৮টি কমিউনিটি রেডিও সম্প্রচার কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। দৈনিক, সাপ্তাহিকসহ বিভিন্ন ধরনের ৩১৯২টি নিবন্ধিত পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে। সম্প্রতি অনলাইন নিউজ পোর্টাল নিবন্ধনের কাজও শুরু করেছে তথ্য মন্ত্রণালয়।

নভেল করোনা ভাইরাসের সংক্রমনে বিশ্ব আজ গভীর সংকটে। এই সংকটকালীন সময়ে তথ্য অধিকার আইন জনগণ ও সরকারের মধ্যে সেতু বন্ধন হিসেবে কাজ করছে। অবাধ তথ্য প্রবাহ এ সংকটকালে জনগণের সেবা প্রাপ্তিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।

আমি আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস-২০২০ উপলক্ষে তথ্য কমিশন কর্তৃক গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

কামরুন নাহার

ডিএফপি নং ০২-২৭/০৯/২০২০